হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন

সময়মত টিকা দিন হাম ও রুবেলা রোগ প্রতিরোধ করুন এবং বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত রাখুন। ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে হাম ও রুবেলা (এম আর) টিকা দিন

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১২ মাঘ ১৪২০
২৫ জানুয়ারি ২০১৪

বাণী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশে হাম দূরীকরণ, রুবেলা রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং পোলিও মুক্ত অবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে 'হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে, এই টিকাদান ক্যাম্পেইন সফলভাবে পালনের মাধ্যমে দেশ থেকে হাম রোগ ও এর ফলে সৃষ্ট জটিলতা দূর হবে। একইসাথে রুবেলা রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম এবং পোলিও রোগ পুনঃসংক্রমণের ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হবে। বাংলাদেশে শিশু মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব কমাতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই কার্যক্রম সফলভাবে পালন করার জন্য সকল সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ দেশের প্রতিটি জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। শিশুদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য স্ব স্ব অবস্থান থেকে যথাযথ দায়িত্ব পালন করার জন্য আমি সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

আমি 'হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন' - এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ মাঘ ১৪২০
২৫ জানুয়ারি ২০১৪

বাণী

হাম ও রুবেলা রোগ জনিত জটিলতা ও মৃত্যু হার কমানো এবং দেশে পোলিওমুক্ত অবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে ২৫ জানুয়ারি হতে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সারাদেশে 'হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এ ক্যাম্পেইনে ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী প্রায় ৫ কোটি ২০ লক্ষ শিশুকে এক ডোজ এমআর টিকা ও ৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে দু'ফোটা পোলিও টিকা প্রদান করা হবে।

হাম-রুবেলা টিকাদান কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়িত্বশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং দাতা ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণকে এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি।

আমি 'হাম-রুবেলা টিকাদান' ক্যাম্পেইনের সার্বিক সফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম সফল কর্মসূচি। ১৯৭৯ সালে এদেশে ইপিআই কর্মসূচি শুরু হবার পর থেকে টিকা দিয়ে প্রতিরোধযোগ্য রোগসমূহ থেকে লক্ষ লক্ষ শিশুর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া প্রতিবছর জাতীয় টিকাদবস পালন করার ফলে ৭ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ পোলিওমুক্ত অবস্থায় আছে। এ সাফল্যের ধারাবাহিকতায় হাম দূরীকরণ ও রুবেলা রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

২৫ জানুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত সারা দেশে হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন পালন করা হবে। ২০১৬ সালের মধ্যে হামের টিকার হার জাতীয় পর্যায়ে ৯৫ ভাগে উন্নীত করে হাম দূরীকরণ অবস্থায় পৌছানো ও রুবেলা টিকার হার জাতীয় পর্যায়ে ৯৫ ভাগে উন্নীত করা এই কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ ক্যাম্পেইনে সারা দেশের ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে এক ডোজ এমআর টিকা দেয়া হবে। প্রায় ৫ কোটি ২০ লক্ষ শিশুকে এমআর টিকা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রথম সপ্তাহে সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল, ইংরেজী মাধ্যম স্কুল, মাদরাসা ও অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুরা লেখাপড়া করে সেখানে এবং ২য় ও ৩য় সপ্তাহে দেশের সকল নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রে এ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হবে। পথ শিশু, কর্মজীবী শিশু কিংবা কর্মজীবী মায়ের শিশুরাও যেন টিকা প্রাপ্তি থেকে বাদ না পড়ে সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এছাড়া দেশে পোলিওমুক্ত অবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে এ সময় ৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে দুই ফোঁটা পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ বিশাল কর্মসুচি সাফল্যমন্ডিত হবে বলে আমি আশাবাদী।

সারাদেশে উদ্দিষ্ট একটি শিশুও যেন এমআর এবং পোলিও টিকা থেকে বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। এ ক্যাম্পেইন সার্বিকভাবে সফল করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা সহ দেশের প্রতিটি নাগরিকের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ একান্ত জরুরি।

হাম দূরীকরণ, রুবেলা রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং দেশকে পোলিও রোগ মুক্ত অবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবেন বলে আমার বিশ্বাস। হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন পালনের মাধ্যমে আগামী দিনের সম্ভাবনাময় শিশুদের নিরাপদ সুন্দর জীবন নিশ্চিতকরণই হোক সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা।

আমি হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ নাসিম

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসুচি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সফল কর্মসুচি। এই কর্মসুচির সফলতা ইতোমধ্যে সারা বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছে। এক বছরের কম বয়সী শিশুর টিকাদানের হার বর্তমানে অনেক দেশের জন্যই উদাহরণ। ২০০৬ সালের পর থেকে দেশ পোলিওমুক্ত অবস্থায় থাকা এই কর্মসুচির একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাফল্য। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত টিকাদানের পাশাপাশি হাম দূরীকরণ এবং রুবেলা রোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে "হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন" পালন করছে। এই ক্যাম্পেইন ২৫ জানুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত পালন করা হবে এবং এ সময় সারা দেশের ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে এক ডোজ এমআর টিকা দেয়া হবে। একই সাথে দেশে পোলিওমুক্ত অবস্থা বজায় রাখার জন্য ৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে দুই ফোঁটা পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে। তিন সপ্তাহব্যাপী পরিচালিত এই ক্যাম্পেইন প্রথম সপ্তাহ স্কুলে এবং ২য় ও ৩য় সপ্তাহ নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রে পালিত হবে।

আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে, এ কর্মসুচি সফল করতে সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবে। সকলের আন্তরিক সহযোগগিতা এ কর্মসুচি সফল করবে বলে আমি আশা করি। আমি "হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন" সকল আয়োজনের সফলতা কামনা করি এবং আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এর সর্বাঙ্গীন সফলতা বয়ে আনবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক
জননেত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘজীবী হোক

(জাহিদ মালেক, এমপি)

মুখবন্ধ

১৭ মে ১৭৪৯ সাল জনস্বাস্থের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ দিন। ব্রিটেনের গ্লুচেষ্টারশায়ারের বার্কলেতে এদিন জন্ম গ্রহণ করেন টিকার ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি 'এডওয়ার্ড জেনার'। গুটি বসন্তের মতো মারাত্মক ও ভয়ংকর রোগ যে টিকা দিয়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব তিনিই তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তিতে এই বিশ্ব থেকে গুটি বসন্ত নির্মূল করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশের ভোলা জেলার কুরালিয়া গ্রামের রহিমা বানু ১৯৭৫ সালের ১৬ অক্টোবর সর্বশেষ গুটি বসন্তের রোগী হিসাবে সনাক্ত হন। ১৯৮০ সালের ৮ মে তেত্রিশতম ওয়ার্ল্ড হেলথ এসেমব্লি বিশ্বকে গুটি বসন্তমুক্ত হিসাবে ঘোষণা করে।

টিকা দিয়ে প্রতিরোধযোগ্য রোগের হাত থেকে শিশুমৃত্যু কমানোর যে কার্যক্রম সারা বিশ্বে চলছে, বাংলাদেশে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) নামে এর সূচনা হয় ১৯৭৯ সালের ৭ এপ্রিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি অন্যতম সফল কর্মসূচি। সর্বাধিক প্রচলিত ৬টি (যক্ষা, হুপিংকাশি, হাম, পোলিওমাইলাইটিস ও ধনুষ্টংকার) প্রতিরোধযোগ্য রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক টিকা দেয়ার মাধ্যমে ১৯৭৯ সালে এদেশে কর্মসূচির যাত্রা শুরু হয়। কর্মসূচির সফলতা এবং প্রয়োজনীয়তার নিরীখে পরবর্তীতে আরও তিনটি টিকা (হেপাটাইটিস-বি, হিব এবং এমআর) এই কর্মসূচিতে যোগ করা হয় অর্থাৎ বর্তমানে ৯টি রোগের বিরুদ্ধে শিশুদের টিকা দেয়া হচ্ছে। এই কর্মসূচির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল টিকা দিয়ে প্রতিরোধযোগ্য রোগের হাত থেকে শিশু-মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের হার কমানো-বর্তমানে যেটা অনেকাংশে সম্ভবপর হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী পোলিও নির্মূল কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৮৮ সালে। বাংলাদেশ সরকার এই কার্যক্রমের অংশীদার হয়ে দেশকে পেলিও মুক্ত করার লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় সংকল্প হয়ে ১৯৯৫ সালে থেকে দেশে নিরবিচ্ছিন্নভাবে জাতীয় টিকা দিবস পালন শুরু করে। ইতোমধ্যে ২১ বার জাতীয় টিকা দিবস সুষ্ঠুভাবে পালন করা হয়েছে। নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রম জোরদার করা ও ২১টি জাতীয় টিকা দিবস সফলভাবে পালন করার ফলে ২০০৬ সালের ২২ নভেম্বরের পর থেকে অদ্যবধি ৭ বছরের অধিক সময় দেশ সম্পূর্ণ পোলিও মুক্ত আছে যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে প্রশংসা অর্জন করেছে। পেলিও নির্মূল কর্মসূচির সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহযোগি সংস্থার পরামর্শে ও সহযোগিতায় হাম দূরীকরণ, রুবেলা রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং পোলিও মুক্ত অবস্থা বজায় রাখতে 'হাম রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন' পালন করছে।

হাম ও রুবেলা উভয়ই ভাইরাস জনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। হাম যে কোনো বয়সে হতে পারে তবে শিশুদের মাঝেই এই রোগের প্রকোপ, জটিলতা এবং মৃত্যু বেশি দেখা যায়। জটিলতাগুলোর মধ্যে নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, অপুষ্টি, এনকেফালাইটিস, অন্ধত্ব, বধিরতা ইত্যাদি অন্যতম। রুবেলা রোগের জটিলতা দেখা দেয় গর্ভবতি মায়ের ক্ষেত্রে। কোনো গর্ভবতি মা যদি গর্ভে প্রথম ৩ মাসের সময় রুবেলা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে মা থেকে গর্ভের শিশুও রুবেলা দ্বারা আক্রান্ত হয়। সেক্ষেত্রে গর্তপাত একটি গর্ভের শিশুর মৃত্যুও হতে পারে অথবা শিশু জন্মগত বিভিন্ন জটিলতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে যা কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম (সিআরএস) নামে পরিচিত। হাম এবং রুবেলা রোগের সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। এদের হাত থেকে বাঁচার সর্বোকৃষ্ট উপায় হচ্ছে সঠিক সময়ে শিশুকে টিকা দিয়ে সুরক্ষিত করা। এই দুই রোগের হাত থেকে সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচিতে 'এমআর' নামে হাম ও রুবেলার টিকা সংযোজন করেছে।

রোগ নিরীক্ষণ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ হাম ও রুবেলা রোগে মোট আক্রান্তের মধ্যে শতকরা ৮৪ ভাগের বয়স ১৫ বছরের নীচে। ইতোপূর্বে আমাদের দেশে দুইবার হাম ক্যাম্পেইন কারার ফলে হামের প্রাদুর্ভাব বহুলাংশে কমে যায়। হাম দূরীকরণ ও রুবেলা রোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইপিআই কর্মসীচি ২০১৬ সাল পর্যন্ত নিয়মিত টিকাদান কর্মসীচি জোরদার করার সাথে সাথে হাম ও রুবেলার সর্ভিল্যান্স, কেইজ ম্যানেজমেন্ট জোরদার করা এবং সম্পূরক টিকাদান কার্যক্রম জোরদার করার কর্মকৌশল গ্রহণ করেছে। হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন এবং জাতীয় টিকা দিবস পালন সম্পূরক টিকাদান কর্মসূচিরই অংশ।

বাংলাদেম হাম দূরীকরণ, রুবেলা রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং পোলিও মুক্ত অবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার ২৫ জানুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিন সপ্তাহব্যাপী পরিচালিত এই ক্যাম্পেইনে ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের সকল শিশুকে এক ডোজ এমআর টিকা এবং ৫ বছরের নীচে সকল শিশুকে ২ ফোঁটা পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে। এমআর টিকা পাবে এমন উদ্দিষ্ট শিশুর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ২০ লক্ষ এবং পোলিও টিকা পাবে এমন উদ্দিষ্ট সংখ্যা ২ কোটি ২০ লক্ষ। এই বয়সের কোনো শিশু পূর্বে নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচির আওতায় বা অন্য কোনোভাবে হাম, এমআর বা পোলিও টিকা পেয়ে থাকলে অথবা পূর্বে কখনও টিকা না পেয়ে থাকলেও তাকে প্রাপ্যতা অনুযায়ী এক ডোজ এমআর এবং পোলিও টিকা দেয়া হবে।

এই ক্যাম্পেইন তিন সপ্তাহ ধরে চলবে। প্রথম সপ্তাহে অর্থাৎ ২৫ জানুয়ারি থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্ডেন স্কুল, মাদরাসা, মক্তব এবং অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত ১৫ বছরের কম বয়সী শিশু ডাদের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ তাদেরকে টিকা দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানের সময়সূচি অনুযায়ী এই ক্যাম্পেইন চলবে ২য় ও ৩য় সপ্তাহে অর্থাৎ ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশের সকল নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রের মাধ্যমে কমিইনিটিতে উল্লেখিত টিকা দেয়া হবে। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এই ক্যাম্পেইনে উদ্দিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে টিকা দেয়ার জন্য প্রায় ৬৭ হাজার প্রশিক্ষিত টিকাদান কর্মী কাজ করবেন। তাদেরকে সহযোহিতার জন্য প্রতিটি টিকাদানকারী দলে ৩ জন স্বেচ্ছাসেবীর প্রয়োজন হবে এবং এদের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৪১ হাজার। এই মহতী কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য সর্বস্তরের জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা ও সমর্থন অত্যন্ত প্রয়োজন।

টিকা দিয়ে সংক্রামক রোগের হাত থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষকে রক্ষা করার বৈজ্ঞাসিক ব্যাখ্যা দিয়ে এডওয়ার্ড জেনার যে শুভ সূচনা করেছিলেন বর্তমানে সারা বিশ্বে শিশু মৃত্যু রোধে সেটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। গুটি বসন্ত নির্মূল করার অভিজ্ঞতায় পরবর্তীতে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা থেকে পোলিও নির্মূলের কর্মসূচী গ্রহণ করে যা এখনও চলছে। ইতোমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৬৩টি অঞ্চালের মধ্যে ৩টি অঞ্চল পোলিওমুক্ত হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। এবং আরও একটি অঞ্চল, বাংলাদেশ যে অঞ্চলের সদস্য, সেই SEARO অঞ্চল এবছরই পোলিওমুক্ত হিসাবে ঘোষিত হতে যাচ্ছে।

"হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন" আশানুরুপ সফলতা বয়ে আনতে প্রয়োজন সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, আন্তরিক সমর্থন আর সহযোগীতা। আশাকরি সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় "হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন" কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আমরা হাম দূরীকরণ , রুবেলা রোগ নিয়ন্ত্রণ ও পোলিওমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হবো। এ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কসকলের নিষ্ঠা ও আন্তরিক প্রচষ্টার প্রতি রইল সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতাও আন্তরিক ধন্যবাদ।

ডাঃ সৈয়দ আবু জাফর মোঃ মুসা
পরিচালক, পিএইচসি এবং
লাইন ডাইরেক্টর-এমএনসিএন্ডএএইচ

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ২৫ জানুয়ারি হতে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সারা দেশে "হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন" পালিত হতে যাচ্ছে। ২০১৬ সালের মধ্যে শিশুদের হাম ও রুবেলা রোগের বিরুদ্ধে টিকাদানের হার শতকরা ৯৫ ভাগে উন্নীত করার মাধ্যম হাম দূরীকরণ ও রুবেলা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে সরকার তিন সপ্তাহব্যাপী এই ক্যাম্পেইন পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। "হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন"-এ ৯ মাস থেকে ১৫ বৎসরের কম বয়সী সকল শিশুকে ১ ডোজ এম আর টিকা দেয়া হবে।

দীর্ঘ ৭ বছরেরও বেশী সময় ধরে এদেশ পোলিও মুক্ত আছে। এই ভয়াবহ রোগের পুনঃবিস্তার রোধে এবং পোলিওমুক্ত অবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে হাম রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন চলাকালীন সময়ে সারা দেশে ৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে দুই ফোঁটা পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে।

দুই পর্যায়ে হাম রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন পালন করা হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের টিকা দিতে প্রথম সপ্তাহে সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ক্যাম্পেইন পালন করা হবে। অধ্যয়নরত নয় এমন উদ্দিষ্ট শিশুরা ক্যাম্পেইনের ২য় ও ৩য় সপ্তাহে নিয়মিত টিকা কেন্দ্রে এই টিকা নিবেন। এমনকি স্কুল ক্যাম্পেইনে বাদ পড়া শিশুরাও এসব কেন্দ্র থেকে টিকা নিতে পারবে। একজনও যেন এমআর ও পোলিও টিকার আওতার বাইরে না থাকে তার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে সকল সরকারি ও বেসরকারি কর্মী এবং এ কাজে নিবেদিত বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, মসজিদের ঈমাম ও ধর্মীয় নেতারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাঁরা ক্যাম্পেইন চলাকালীন সময় মসজিদ, মন্দির ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাইক ব্যবহারের মাধ্যমে অভিভাবকগণকে তাঁদের শিশুদের টিকা নিতে আহ্বান করতে পারেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একার পক্ষে দেশব্যাপী এ বিশাল কার্যক্রম সফল করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় এই ক্যাম্পেইন সফল করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশব্যাপী পরিচালিত হাম-রুবেলা ক্যাম্পোইন সফলতা বয়ে আনবে বলে আমার বিশ্বাস। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশ থেকে হাম দূরীকরণ, রুবেলা রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং পোলিও নির্মূল এর লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হব বলে আশা করি।

হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন উপলক্ষে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সফলতা কামনা করি।

(এম. এম. নিয়াজউদ্দিন)

বাণী

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) আওতায় ১৯৮৫ সাল থেকে নিবিড়ভাবে টিকাদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো ১ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে ৯টি মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক টিকা দেয়া। দেশে বিদেশে এ কর্মসূচির সফলতা সর্বজনবিদিত। ইপিআই কর্মসূচির আওতায় প্রতিরোধযোগ্য রোগসমূহের মধ্যে হাম ও রুবেলা দু'টি মারাত্মক ভাইরাস জনিত সংক্রামক রোগ। এই দুই রোগের বিরুদ্ধে কোন চিকিৎসা নেই। হাম ও রুবেলা রোগ এবং এর জটিলতার হাত থেকে বাঁচার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে সঠিক সময়ে শিশুকে টিকা দিয়ে সুরক্ষিত করা।

উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বিবেচনা করে হাম ও রুবেলার মতো মারাত্মক রোগের প্রকোপ দ্রুত কমিয়ে আনা এবং পোলিও মুক্ত অবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রমের পাশাপাশি "হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন" পরিচালনা করছে। ২৫ জানুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত তিন সপ্তাহ ব্যাপী পরিচালিত এই ক্যাম্পেইনে সারা দেশের ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী প্রায় ৫ কোটি ২০ লক্ষ শিশুকে এক ডোজ এমআর টিকা এবং ৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে ২ ফোঁটা পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে। ক্যাম্পেইনের প্রথম সপ্তাহে অর্থাৎ ২৫ থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত স্কুল পর্যায়ের সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৫বছরের কম বয়সী শিশুদের এক ডোজ এমআর টিকা দেয়া হবে। এ সময় প্রাপ্যতা অনুযায়ী ৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুদের দুই ফোঁটা পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে। ক্যাম্পেইনের ২য় ও ৩য় সপ্তাহে অর্থাৎ ১ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট শিশুদের এক ডোজ এমআর টিকা এবং ০-৫ বছরের সকল শিশুকে দুই ফোঁটা পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে। সারাদেশে এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত টিকাদান কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবী মিলিয়ে প্রয়োজন হবে প্রায় ছয় লক্ষ কর্মী। এ কর্মসূচিতে শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, বয়-স্কাউট, গার্লস গাইডস, আনসার, ভিডিপি, এনজিও কর্মীগণ সম্পৃক্ত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে আমি আশা করি। আসন্ন এই "হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইনে" নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/এলাকায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আপনিও হতে পারেন এই বিশাল কার্যক্রমের একজন গর্বিত কর্মী।

আসুন "হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন"-এর এই মহতী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের শিশুদের এসব রোগের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার মানবিক দায়িত্ব পালনে আমরা সবাই একাত্ম হই। সকলের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে আমরা অবশ্যই বাংলাদেশকে পোলিও রোগ মুক্ত রেখে এবং দেশ থেকে হাম ও রুবেলা রোগ দূর করে আগামী প্রজন্মকে এ সকল রোগের সংক্রমন থেকে রক্ষা করাতে পারবো ইনশাল্লাহ্।

08/01/14
(অধ্যাপক ডাঃ খন্দকার মোঃ সিফায়েত উল্লাহ)
মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

বাণী

মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাফল্যের ক্ষেত্রে টিকার গুরুত্ব অপরিসীম। নিয়মিত টিকাদানে উচ্চহার বজায় রাখার পাশাপাশি সরকার পোলিও মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৫ সাল থেকে দেশে জাতীয় টিকা দিবস পালন করে আসছে। এর ফলশ্রুতিতে ২০০৬ সালের পর থেকে এখনও পর্যন্ত দেশে কোন পোলিও রোগী পাওয়া যায়নি। এই কর্মসূচির সাফল্যের ধারাবাহিকতায় দেশ থেকে হাম দূরীকরণ এবং রুবেলা রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং পোলিওমুক্ত অবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার ২৫ জানুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত সারা দেশে হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন পরিচালনা করছে। হাম রোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার ইতোপূর্বে ২০০৫-২০০৬ এবং ২০১০ সালে দুই বার সারা দেশব্যাপী হাম ক্যাম্পেইন পরিচালনা করেছে যা হাম রোগ নিয়ন্ত্রণ ও এর ফলে সৃষ্ট জটিলতা ও মৃত্যু কমাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। টিকা দিয়ে প্রতিরোধযোগ্য রোগে শিশু মৃত্যুর হার অনেকাংশে কমে যাওয়ায় এবং শিশুর সুস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তায় বাংলাদেশের পরিবারগুলোতে ছোট পরিবার গড়ে তোলার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে স্বভাবতঃই ছোট পরিবার গঠনের প্রতি সকলের আগ্রহ অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মীদের পাশাপাশি অন্যান্য পর্যায়ের কর্মী যেমন-সমাজ সেবা কর্মী, ছাত্র-শিক্ষক, ইমাম, পুরোহিত এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সবাই মিলে হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন সফল করতে অতীতের ন্যায় এগিয়ে আসবেন। আমার আন্তরিক বিশ্বাস সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ক্যাম্পেইনে যে সফলতা বয়ে আনবে তা মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণসহ ছোট পরিবার গঠনে জনগণকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করবে।

আমি হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

গণেশ চন্দ্র সরকার
মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

Message

World Health Organization
Country Office for Bangladesh

In 2003 World Health Assembly passed a resolution for sustainable measles mortality reduction. Since then estimated global measles mortality has been reduced by 71% from 2000 (542,000 deaths) to 2011. With the improvement of surveillance for measles previously unnoticed problem of rubella and congenital rubella syndrome (CRS) has been identified. A child with CRS is a challenge to a family. Complications of measles can cause death and disability in children. American region has eliminated measles in 2002 and rubella in 2010. In 2013, Regional Committee of South East Asia Region has adopted the goal of measles elimination and rubella/CRS control in the region by 2020, in line with other WHO regions.

Government of Bangladesh has taken necessary steps for measles and rubella control as per established global strategies. Routine immunization coverage for measles and rubella vaccine is above the target and periodic supplementary immunization activities have been conducted in 2006 and 2010. Bangladesh is maintaining a high quality surveillance to detect measles and rubella. These achievements are result of commitment of the government and strong partnership between government, development partners and the civil society. We are thankful for Global Alliance for Vaccines and Immunization and other partners for supporting forthcoming measles and rubella (MR) vaccination campaign. We acknowledge the support of global measles and rubella initiative since 2003 to Bangladesh.

Last month more than 20 million children have been vaccinated in the polio NIDs. I am confident with strong coordination of various government ministries and departments, involvement of civil society organizations, advocacy of religious leaders; targeted children would be vaccinated in schools and in the community clinics. Special efforts are needed to vaccinate working children, children in hard to reach areas and high risk areas.

WHO is pleased to provide technical and logistic support for conducting MR vaccination campaign. Determined efforts of all health managers, health personnel and community volunteers would guarantee safety and the success. Uniformly high coverage throughout the country will ensure that future generations of children will be protected from measles and rubella.

Dr Thushara Fernando

MESSAGE

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

I want to extend my warmest greeting to the Ministry of Health & Family Welfare of Bangladesh Government for conducting Measles-Rubella (MR) campaign with a view to eliminate Measles and Rubella from the country with the association of Lions Clubs International, Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI), World Health Organization (WHO), Rotary International & United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). The period of conduction of the campaign is from 25th January to 13th February 2014. Around 52 millions of children aged 9 months to 15 years will be vaccinated in this 3 weeks rolling campaign.

To mark the auspicious occasion EPI, Ministry of Health & Family Welfare is releasing Supplement at the Launching Ceremony Measles-Rubella (MR) Vaccination campaign and it will contain relevant information about the awareness of Measles-Rubella (MR) Vaccination.

Lions Clubs International Foundation is the charitable arm of Lions Clubs International, the largest service club organization in the world with 1.35 million members in 208 geographic areas and countries. SightFirst, LCIF has restored sight or saved the vision of 30 million people.

Measles Initiative Launched in 2001, the Measles Initiative—led by the American Red Cross, the United Nations Foundation, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, UNICEF and the World Health Organization—provides technical and financial support to governments and communities for mass vaccination campaigns and disease surveillance around the world. In Hamburg, Germany, 8 July 2013 - The GAVI Alliance and Lions Clubs International announced a unique partnership and also with Bill & Melinda Gates Foundation and DFID, UK designed to protect tens of millions of children in the world's poorest countries against measles.

On behalf of Lions Clubs International, I wish the Measles-Rubella (MR) campaign a grand success.

ONE SHOT ONE LIFE
Lions Measles Initiative

Sheikh Kabir Hossain MJF
Past International Director, Lions Clubs International

সময়মত টিকা দিন হাম ও রুবেলা রোগ প্রতিরোধ করুন

Message

unicef

Country-wide Measles-Rubella Campaign 2014

This is a critical time for Bangladesh to make an all-out effort to fight measles and rubella - with measles being one of the leading causes of death among children and rubella in pregnant woman possibly triggering birth defects. In Bangladesh, around one million children under one year remain susceptible to measles each year as they are left out or unable to develop immunity. These children need a second chance for survival.

A countrywide Measles-Rubella (MR) Campaign is scheduled to be held from 25 January to 13 February 2014. During this time, approximately 52 million children, aged from nine months to under 15 years will be vaccinated against measles and rubella.

This campaign is one of the largest public health mobilization efforts in Bangladesh, engaging vaccinators and volunteers covering more than 170.000 schools and 150.000 immunization centers over a three week period. It will also involve a huge communication and social mobilization drive, inducing mass media, support by well-known national figures and door-to-door visits targeting parents and caregivers.

UNICEF is proud to be part of this initiative and remain committed to work with development partners to better support the country in its effort to make this MR Campaign a success and ensure that the benefits of immunization reach EVERY child EVERYWHERE.

We believe that this initiative will make a significant and sustained contribution to Child survival in Bangladesh

Pascal Villeneuve
Representative
UNICEF Bangladesh

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়: World Health Organization, Country Office for Bangladesh | GAVI ALLIANCE | ROTARY INTERNATIONAL | LIONS CLUBS INTERNATIONAL | unicef

Sponsored by : Lions Clubs International, Multiple District 315, Bangladesh